সংবাদ

01 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

দেশের কথা দশের কথা

শিক্ষার মান পতন প্রসঙ্গে

মো. মইনুল ইসলাম

শিক্ষার মান পতন এখন দেশব্যাপী এক ব্যাপক আলোচনার বিষয়। শিক্ষার গুণগত মান না বাড়লে, অর্থাৎ শিক্ষা শিক্ষার মতো না হলে এটাকে শিক্ষা বলা যায় না। এই অর্ধপক্ব দুর্বল শিক্ষা কোন কাজে লাগে না। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার উপকারিতা এত বেশি যে তা বর্ণনা করা মুশকিল। শিক্ষার ফলেই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সারা বিশ্বের কাম্য আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উন্নতমানের শিক্ষার কারণেই আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রতিভাবন ছেলেমেয়েরা ওইসব দেশে গমনের জন্য প্রবল আকর্ষণ বোধ করে। আমাদের মতো দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে বেশকিছু ছেলেমেয়ে এখন বিদেশে পড়তে যাচ্ছে। তবে পড়াশুনা সমাপ্তির পর আর দেশে ফেরে না। এটা দেশের এক বড় ক্ষতি। দেশের মোট শিক্ষার্থীদের তুলনায় এদের সংখ্য নগণ্য। এরা বহু টাকা খরচ করে প্রাইভেট কোচিং এবং ইংরেজি মাধ্যমের অভিজাত স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করে। তবে আমাদের উদ্বেগের বিষয় হলো বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাম এবং শহরের স্বল্প আয়ের মানুষের ব্যাপারে। এদের ছেলে মেয়েই আমাদের স্কুল-কলেজে পড়ে থাকে। এদের পড়াশুনার মানই আমাদের শিক্ষার মেরুদণ্ড এবং প্রাণশক্তি। এই প্রাণ শক্তিই দেশের উন্নয়নের চাবি কাঠি। আমার মতে, মাধ্যমিক স্তরের দুর্বলতাই আমাদের শিক্ষার মান পতনের বড় কারণ।

শিক্ষার মান পতন ঘটেছে বলেই এই বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী দেশের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এর কারণ কী? এর কারণ অনেক। তবে প্রধান কারণ হলো বিদ্যালয়ে যথাযথ শিক্ষাদানের অভাব। শিক্ষা স্তরে স্তরে সাজানো একটি ব্যবস্থা বা System। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক স্নাতকোত্তর হলো মোটামুটি স্তরগুলো। প্রাথমিক দিয়ে শুরু। সেখানেই ভিত্তিটি শুরু হয় এবং সেই ভিত্তিটি মজবুত হয় মাধ্যমিক স্তরে। অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং গবেষকগণ এখন একমত যে, আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাটিতেই বেজায় গলদ। এখানকার দুর্বল শিক্ষার করণেই পরবর্তী উচ্চ শিক্ষাতে তরুণ শিক্ষার্থীরা সফল হতে পারে না। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের জন্য যে দুটো বিষয় খুবই দরকার সেগুলো হলো অঙ্ক এবং ইংরেজি স্নাতক (under graduate) এবং স্নাতকোত্তর (Post graduate) স্তরে এ দুটো বিষয় জরুরি। কারণ অঙ্ক বা গণিত হল বিজ্ঞানের ভাষা। আর ইংরেজি কলা, বাণিজ্য এবং সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্বিতীয় ভাষা। আমরা বাংলার বিরোধী নই। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা এবং তাকে মাতৃজ্ঞানে শিখতে হবে। মা, মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির বিকল্প নেই। তাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা ইংরেজিকে বর্জন করে পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের জগৎ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব, তার মত মূর্খতা আর কি হতে পারে। তাছাড়া এসএসসি এইচএসসি এমন কি ডিগ্রি পাস করা কয়জন মাতৃভাষা বাংলা শুদ্ধভাবে লিখতে পারে? আমার দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় এ ব্যাপারে আমি খুবই দুঃখিত এবং হতাশ।

দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজিকে অপাঙ্‌ক্তেয় রেখে আমরা এক ধরনের আত্মঘাতী প্রবঞ্চনায় ব্যস্ত থেকেছি। তার খেসারত এখন আমাদের দিতে হচ্ছে। অথচ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন বিভাগের সিলেবাস দেখুন। সব ইংরেজিতে এবং সব সুপারিশকৃত বই ইংরেজিতে লেখা পশ্চিমা পণ্ডিতদের। বিভিন্ন পর্যায়ের সার্টিফিকেট এবং ডিগ্রিগুলোর নাম হচ্ছে এসএসসি, এইচএসসি, বিএবিএস এস, বিএসসি, এমএসসি বিবিএ এবং এমবিএ ইত্যাদি। অথচ ইংরেজির নাম উচ্চারণ করা যাবে না এবং ইংরেজি লাগে না। এখন দেশে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অঙ্ক এবং বিজ্ঞানের জন্য শিক্ষক পাওয়া বেশ দুর্লভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে ইংরেজিতে লেখা বেশ কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রীর নাম পেয়েছি, যা নিতান্তই হাস্যকর। এদের কোন দোষ নেই। ইংরেজি নামটি লিখে দিয়েছিল তাদের স্যারেরা। বুঝলাম তারা নিজেরাই ইংরেজি জানেন না। তা না হলে নঈমুল ইসলাম Nimol Islam এবং তাহেরুন্নেসা Tarunese হয় কি করে! দুটি প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীর এই নাম বিকৃতি এবং ভুলের বোঝা তাদের সারাজীবন বইতে হবে। এ ভুল শুধু দুটো ক্ষেত্রে নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে?

মাধ্যমিক শিক্ষায় যে ধস নেমেছে সে সত্যটি এখন সর্বজন স্বীকৃত। এর প্রধান কারণ শিক্ষকের দুর্বলতা। এ স্তরে উপযুক্ত শিক্ষক নেই বলেই যথাযথ শিক্ষাদান হয় না। তাই ভাষা, গণিতসহ সব বিষয়ে অতিশয় নিম্নমানের পাঠদানের ফলে নিম্নমানের ছাত্র তৈরি হয়। পরবর্তীতে উচ্চতর স্তরগুলোর শিক্ষাও ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে না এবং ধারাবাহিকভাবে দুর্বলতা অক্ষুণ্ন থাকে। আগেই বলেছি, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের মান বেজায় দুর্বল। এই কারণ হলো, এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দুর্বল বলে সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি (যথা– ব্যাংক জাতীয় প্রতিষ্ঠান) এবং ভালো এনজিওতে চাকরি পায় না। তাই বাধ্য হয়ে ভিড় জমায় দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে। এ সব স্কুলের বেতন এখন এমপিওভুক্তির ফলে প্রায় সবটাই সরকার দেয়। তাই আর্থিক প্রাপ্তির মোটামুটি ভালো বিশেষ করে যখন বেকারত্বের আলোকে বিবেচনা করা হয়। দুর্বল মেধার হতাশ গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের হাতে পড়ে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার আজ বেহাল দশা। শিক্ষক যেখানে জানে না এবং জানানোর প্রেরণাও নেই সেখানে ছাত্র বা শিখবে কী!

শিক্ষার মান পতন ঘটেছে বলেই এই বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী দেশের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এর কারণ কী? এর কারণ অনেক। তবে প্রধান কারণ হলো বিদ্যালয়ে যথাযথ শিক্ষাদানের অভাব। শিক্ষা স্তরে স্তরে সাজানো একটি ব্যবস্থা বা System। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর হলো মোটামুটি স্তরগুলো। প্রাথমিক দিয়ে শুরু। সেখানেই ভিত্তিটি শুরু হয় এবং সেই ভিত্তিটি মজবুত হয় মাধ্যমিক স্তরে

ইদানীং অবশ্য সরকার মাধ্যমিকে শিক্ষক হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের পরীক্ষার মাধ্যমে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করেছে। এটা একটা শুভ উদ্যোগ। কিন্তু সেখানেও সমস্যা আছে। সেটা হলো এমপি বাণিজ্য। স্থানীয় এমপি সাহেব ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান থাকেন। সুতরাং নিবন্ধনকৃত হলেই হবে না। এমপি সাহেবকে খুশি করতে হয়। তাকে নজরানা দিতে হয় বলে অভিযোগ আছে। নিবন্ধন পরীক্ষার আগে যারা ঢুকেছে, শোনা যায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এমপি সাহেবকে খুশি করে, তার আনুকূল্যে ঢুকেছে। এদের বেশিভাগই মাধ্যমিকে শিক্ষাদানে ব্যর্থ বলে অভিযোগ আছে। অভিযোগ আছে– শিক্ষক নিয়োগে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের স্বজনপ্রীতির ব্যাপারেও, যা কম ক্ষতি করেনি। এ সমস্যা থেকে রক্ষা করার কারণে কিনা জানি না সম্প্রতি হাইকোর্ট এমপিদের ওই সব ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান থাকার বিধানটি বাতিল করে দিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে আপিল করলে আপিলেট বিভাগও হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখেন। তারপরও এমপিরা পেছন ছাড়ছেন না। পুনরায় আবেদন করার প্রচেষ্টায় আছেন। দেশের আইন প্রণেতারা সুদূর গ্রামাঞ্চলের স্কুল ম্যানেজিং কমিটিতে থাকার এই আগ্রহে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

যাই হোক এমপি বাণিজ্য, স্থানীয় মেম্বার-মাতব্বরদের স্বজনপ্রীতি, শিক্ষকদের কাজকর্মে জবাবদিহিতার অভাব মিলে বেশিরভাগ অনুপযুক্ত মেধাহীন শিক্ষকদের শিক্ষাদান মাধ্যমিক শিক্ষার মান পতনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। লেখাটির মূল উদ্দেশ্য মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান পতনের কারণ অনুসন্ধান, যা আগেই বলা হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষিত, সচেতন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আরও অধিক এবং মূল্যবান মতামত প্রদান করে আমাদের শিক্ষার, মাধ্যমিক বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষার অধঃপতন রোধ করতে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করি।

[লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]